4.3. মূল্যবোধ ও মানবাধিকার শিক্ষা (Values and Human Right Education)

4.3.1. মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণা (Concept about Human Rights)

মানবাধিকার এমন একটি বিষয় যা ব্যাপক এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্বার্থের প্রতি সম্মান দেখানো প্রয়োজন, তা পরিস্থিতি যেমনি থাকুক না কেন। মানবাধিকারের একটি ন্যূনতম শিরোনাম রয়েছে। এটি হল সরকারকে সরবরাহ করতে এবং রক্ষা করতে হবে। এটি মৌলিক, কারণ যে-কোনো পরিস্থিতিতে এটিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারীরা একটি সমাজে সাম্য অবস্থা বজায় রেখে চলেছে। সমাজের সদস্যরা তাদের জীবনের উন্নতি ও জীবনযাপন করতে একে অপরের উপর নির্ভর করে। এই সামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষ বা মহিলা এবং বড়ো বা ছোটোদের কার্যকলাপ সর্বদা গতিশীল। যতদূর সম্ভব অধিকার ও গৌরব উদ্‌বিগ্ন। সকল পুরুষ ও নারীদের দৃষ্টিতে এই আইন সমান। আমাদের বিবেক ও যুক্তি হল মানবাধিকারের ভিত্তি। সাধারণত মানবাধিকার শব্দটি সাধারণভাবে নাগরিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে বুঝিয়ে থাকে।

1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বরে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অধিকাংশ দেশ দ্বারা স্বীকৃত হয়। এটি ব্যক্তির অধিকার অন্তর্ভুক্ত যা নিম্নলিখিত কয়েকটি দিকের মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে—

- **নাগরিক অধিকার (Civil Rights):** দাসত্ব, নির্যাতন, অমানবিক শাস্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেফতার ও কারাবাস থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতাকে বোঝায় এবং বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাস, মতামত এবং অভিব্যক্তি, জীবনের অধিকার, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, মালিকানা এবং সমাবেশ ইত্যাদিকে বোঝায়।

Scanned by TapScanner

- **রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights):** এটি ভোটের অধিকার এবং জনসাধারণের জন্য মনোনয়ন করার অধিকারকে উল্লেখ করে। যেমন—রাজনৈতিক দল গঠন এবং যোগদানের অধিকার।
- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার (Social and Economic Rights):** এইগুলি শিক্ষা, কাজ, খাদ্য, আশ্রয় এবং চিকিৎসা ইত্যাদিকে বোঝায়। এই অধিকার 'নতুন' অধিকার স্থাপন, যেটি অর্থনৈতিক কল্যাণ ও নিরাপত্তার অধিকারকে বোঝায় যা একটি সভ্য জীবনযাপনে সাহায্য করে।

মানবাধিকারের ধারণার অর্থ হল, এটি বর্ণ, ধর্ম, জাতীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা না করেই সকলের দৃষ্টিতে সমান। সুতরাং, 'সমতা' এবং 'মর্যাদা' হল মানবাধিকারের দুটি মৌলিক নীতি। মানবাধিকারকে সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা উচিত নয়, কারণ এটি ভারতের সংবিধানে রক্ষিত হয়েছে। সমাজের সদস্য হিসেবে, আমাদের কেবলমাত্র স্বাভাবিক বাসিন্দাদের জন্যই নয় বরং নীচু ও দরিদ্রদের জন্যও একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রতিটি একক ব্যক্তি মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে এবং সামাজিকভাবে বেড়ে উঠতে এবং সুখী জীবনযাপন পালনে সক্ষম হওয়া উচিত। আমরা যদি একে অপরকে স্বতন্ত্রতা দান করি এবং অন্যদের প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ করতে পারি তবে আমরা এই মানবাধিকারকে অর্জন করতে পারি।

4.3.2. মানবাধিকারের তাৎপর্য (Significance of Human Rights)

মানবাধিকারের ধারণা বেশ পুরোনো। মানবাধিকার আইনের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল মানুষকে সমান মনে করে। মানবাধিকার হল অন্তর্নিহিত। এটিকে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণায় 1948 খ্রিস্টাব্দ থেকে মানবাধিকারকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে, 1966 খ্রিস্টাব্দে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সংশোধিত হয়।

মানবাধিকারের বিষয়বস্তু এবং পরিধি সম্পর্কে এখনও বিতর্ক দেখা যায়। ঐতিহ্যগত নাগরিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ কিন্তু অন্যগুলি যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার একটি বৃহত্তর ধারণা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। মানবাধিকার সব ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সম্প্রদায় বিভিন্ন উপায়ে মানবাধিকার উন্নয়নে ও সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে কিছু নাম দেওয়া হয়, যা তৈরি করা হয় না বা প্রত্যাহার করা যায় না। এই অধিকার সাধারণত মানবাধিকার হিসেবে পরিচিত হয়। মানবাধিকার একটি সাধারণ শব্দ এবং নাগরিক অধিকার। এটি নাগরিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার গ্রহণ করে। মানবাধিকারকে স্বাধীনতা বা

Scanned by TapScanner

সকল মানুষের অধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মানুষ হওয়ার কারণেই আমাদের অধিকার নির্দিষ্ট। এই অধিকারগুলি নৈতিক নিয়ম হিসেবে ন্যায্য এবং মানবতার ভাগ করা নিয়ম হিসেবে বিদ্যমান।

ইংরেজ দার্শনিক **জন লক** (1632-1704) মানবাধিকারকে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির সম্পূর্ণ নৈতিক দাবি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মানবাধিকারের সর্বোত্তম অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে US Declaration of Rights (1776)। এখানে বলা হয় যে, "All men are by nature equally free and independent and have certain inherent natural rights of which when they enter a society they cannot deprived or divest their posterity."। এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

ভারতের প্রাক্তন বিচারপতি ***J S Verma***, (1978) বলেন, "মানুষের মর্যাদা মানবাধিকারের চেতনা।" এই সকল অধিকার, যা ব্যক্তিদের মর্যাদা রক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপরিহার্য এবং এমন শর্ত তৈরি করে যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ করতে পারে, তাকে বলা যেতে পারে মানবাধিকার। যাইহোক, সম্মানের ভিত্তিতে সর্বদা মর্যাদা নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি, তবে এটি প্রায়শই ন্যায়বিচার এবং ভালো সমাজের সঙ্গে জড়িত।

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (1993) বলা হয় যে, সকল মানবাধিকার শ্রদ্ধাশীল, মূল্যবান এবং মানব ব্যক্তির অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার মূল বিষয়।

সাংবিধানিক ভাষ্যকার ***DD Basu*** (2008) মানবাধিকারকে ন্যূনতম অধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনায় অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই মানব পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে রাষ্ট্র বা অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে থাকা উচিত।

সুতরাং, এই সংজ্ঞাগুলি থেকে বোঝা যায় যে মানবাধিকার হল, এই অধিকারগুলি একজন ব্যক্তির অন্তর্গত এবং মানুষের মর্যাদা লাভের মাধ্যম। যা সর্বত্র সবসময় প্রদান করা হয়।

মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য ও পরস্পরবিরোধী এবং মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সমস্ত মানবাধিকার সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র মানবাধিকারকে শ্রেণিবিভক্ত করেনি কিন্তু বিভিন্ন নিবন্ধে মানবাধিকারকে সহজভাবে শ্রেণিবিভক্ত করেছে। মানবাধিকারের সবচেয়ে সাধারণ শ্রেণিকরণ হল—

- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights)
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Economic, Social and Cultural Rights)।

Scanned by TapScanner

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights)

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (International Convenant on Civil and Political Rights) নিবন্ধ 3 থেকে 21-এ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংযোজন করা হয়েছে। নাগরিক অধিকার বা স্বাধীনতাগুলি ওই অধিকারগুলিতে উল্লেখ করা হয়, যা জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুরক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি সম্মানিত জীবনের জন্য অপরিহার্য। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিদের নিরাপত্তা, গোপনীয়তার অধিকার, বাড়ি এবং চিঠিপত্র, সম্পত্তি অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নির্যাতন, অমানবিক ও অবমাননাকর চিকিৎসা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও ধর্ম এবং আন্দোলনের স্বাধীনতা এই অধিকারগুলির অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি দেয়। যেমন—ভোটের অধিকার, এক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে থাকেন। তাই এটি রাজনৈতিক অধিকার।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা সুরক্ষিত করা যেতে পারে, বিনা খরচে এবং রাষ্ট্র যদি সিদ্ধান্ত নেয় তবে তা অবিলম্বে সরবরাহ করা যেতে পারে। এই অধিকারের পরিমাপ করা খুবই সহজ। এটি হল ন্যায্য ও বৈধ আইনি অধিকার।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Economic, Social and Cultural Rights)

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Universal Declaration of Human Rights) সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে 22 থেকে 28 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (এ ছাড়াও 'স্বাধীনতা' বলা হয়) মানুষের জীবনের সঙ্গে ন্যূনতমভাবে সম্পর্কিত। এই অধিকারের অনুপস্থিতিতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক, আবাসন এবং জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মান, ক্ষুধার অধিকার, কাজ করার অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অধিকার এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এর ইতিবাচক অধিকার আছে; যার অর্থ রাষ্ট্রের মাধ্যমে এগুলিকে ইতিবাচক নাম দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারগুলি ব্যাপক বিনিয়োগ এবং প্রগতিশীল প্রকৃতির দ্বারা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা যায় না এবং এইগুলি লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন।

International Institute of Human Rights-এর মহাসচিব ***Karel Vasak*** (1977) মানবাধিকারকে তিন প্রজন্মের মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ করেছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যা সংস্কারবাদী তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি, ইংরেজি এবং আমেরিকান বিপ্লব নিয়ে। 1948 খ্রিস্টাব্দে মানবতার সর্বজনীন ঘোষণার

Scanned by TapScanner

দ্বারা মানবাধিকারকে বিশ্বব্যাপী স্থাপন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রবন্ধ 3 থেকে 21-এর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সরকার কর্তৃক দ্বিতীয় মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এটিকে সমতার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রকৃতির ছিল। দ্বিতীয় প্রজন্মের অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কাজ করার অধিকার, হাউজিং-এর অধিকার ইত্যাদি। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের 22 থেকে 27 নং অনুচ্ছেদে অর্থনৈতিক, সামাজিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মানবাধিকার তৃতীয় প্রজন্মে কেবলমাত্র নাগরিক ও সামাজিক অধিকার অতিক্রম করে। তারা আন্তর্জাতিক আইনের বহু প্রগতিশীল নথিতে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন 1972 খ্রিস্টাব্দের মানব জাতিসংঘ সম্মেলনের স্টকহোম ঘোষণাটি পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যা 1992 খ্রিস্টাব্দের রিও ঘোষণা নামে পরিচিত। এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হল—

- দলীয় এবং সমষ্টিগত অধিকার।
- আত্মনির্ধারণের অধিকার।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অধিকার।
- একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার।
- প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার।
- যোগাযোগের অধিকার।
- সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও অংশগ্রহণের অধিকার।
- আন্তঃজাতীয় সাম্য এবং স্থায়িত্বের অধিকার।

Scanned by TapScanner

4.3.3. মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Human Rights)

United Nations Systems and Human Rights (2000) অনুযায়ী মানবাধিকার হল এমন একটি আইন যা ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে তার মৌলিক স্বাধীনতা ও মর্যাদার উপর হস্তক্ষেপকারী কর্ম থেকে বিরত রাখে। মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

- আন্তর্জাতিক মান দ্বারা সুনিশ্চিত।
- আইনত সুরক্ষিত।
- মানুষের মর্যাদার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে।
- ক্ষমা করা বা দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।
- পরস্পরবিরোধী এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।
- সর্বজনীন।

এগুলি ছাড়া মানবাধিকারের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- **আন্তর্জাতিকতা (Internationalism):** United Nations Charter, The Universal Declaration of Human Rights এবং The Vienna Declaration of Human Rights মানুষের মর্যাদা এবং সুখ অনুসরণ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। এই আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা মানবাধিকার আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সব দেশ সমানভাবে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই অধিকার পালন করতে প্রত্যাশিত। অতএব, মানবাধিকারের আইনটি শুধুমাত্র পৃথক রাষ্ট্রের দ্বারা নয় বরং সম্পূর্ণভাবে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়। এটি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়। এটি রাষ্ট্র সীমানা অতিক্রম করে একটি আন্তর্জাতিক মতাদর্শে পরিণত হয়েছে।
- **বিশ্বব্যাপী (Universality):** মানবাধিকার মানবসমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং সবসময় বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একটি সর্বজনীন আন্তর্জাতিক নথি হিসেবে গুরুত্ব পেয়েছে। মর্যাদা, মূল্য এবং সুখের অধিকারের কোনো অবস্থা বা শর্তের প্রয়োজন হয় না। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, সামাজিক অবস্থান, সম্পত্তি, মূল বা অন্যান্য পরিস্থিতিগত বৈষম্য ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার পথে বাধা হতে পারে না। মানবাধিকার এইদিক থেকে ব্যক্তিদের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে।
- **উত্তরাধিকার (Inheritance):** মানবাধিকার মানুষের মর্যাদাকে নিশ্চিত করে। কারণ প্রাকৃতিকভাবে মানবাধিকার ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। মানবাধিকার কোনো আইন বা কোনো রাষ্ট্র অনুযায়ী অনুমোদিত হয় না।
- **নিখুঁত (Absoluteness):** মানবাধিকার হল অবিচ্ছেদ্য অধিকার। অতএব, এটি সর্বজনীন স্বীকৃত এবং পরম অধিকার। মানব ব্যক্তিত্ব, মানুষের মর্যাদা এটি নিশ্চিত

Scanned by TapScanner

করে। যেমন রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে বা অন্য কোনো পথে জনগণের মর্যাদা, সম্মান এবং ব্যক্তির সুখকে নিশ্চিত করে থাকে।

- **অনিয়ম (Inviolability):** মানবাধিকারকে কোনোভাবেই লঙ্ঘন করা যায় না। কারণ এটি অন্তর্নিহিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এই মানবাধিকারকে সুনিশ্চিত করা হল রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র কোনো মতেই এই অধিকারকে লঙ্ঘন করবে না বা নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করবে না।
- **স্থায়িত্ব (Permanence):** মানবাধিকারকে সাময়িকভাবে ব্যবহার করা হয় না বা এটি কোনো সময় সাপেক্ষ বিষয় নয়। এটিকে এমনভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে কোনো মতেই ব্যক্তি এই অধিকারের সীমা অতিক্রম করবে না। ব্যক্তির মর্যাদা এবং মূল্যবোধ কোনো মতেই স্থান ও সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না।
- **ব্যক্তিত্ব (Individuality):** মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি মানুষের মর্যাদা, মূল্যবোধ এবং সুখের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীন এবং প্রতিটি ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তির নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার আছে, যা ব্যক্তিগত অধিকারের একটি পূর্বশর্ত।
- **আত্মনির্ভরশীলতা (Self-determination):** মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদার ভিত্তিতে সমস্ত মানুষের আত্মনির্ধারণ করার অধিকার আছে। ব্যক্তি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান, স্বাধীনতা নির্ধারণ, তাদের নিজস্ব চাওয়া, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য সকল ব্যক্তি এটি অবাধে মানে। ব্যক্তির গৌরব, মূল্যবোধ এবং সুখ ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে নির্ধারিত হয়। ব্যক্তির নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তিগত অধিকার একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হয়ে ওঠে। মানবাধিকার বিষয় হল একটি প্রাকৃতিক মানুষ, তাই ব্যক্তিদের নিজেদের জীবন নির্ধারণ করার অধিকার আছে।
- **মৌলিক (Fundamental):** মানবাধিকার একটি প্রাপ্তির নীতি যার অন্তর্ভুক্ত হল মানুষের মর্যাদা, মূল্যবোধ এবং সুখের অধিকার। এটি একটি মৌলিক আদর্শ এবং একটি মৌলিক নীতি থেকে উৎপন্ন। এইভাবে এটি মানুষের মর্যাদা এবং মূল্যবোধকে বিবেচনা করে থাকে।

Scanned by TapScanner

▶ **নাগরিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? (What is meant by Civil rights ?)**

Ans. নাগরিক অধিকার বলেত দাসত্ব, নির্যাতন, অমানবিক শাস্তি, ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেফতার ও কারাবাস থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতাকে বোঝায় এবং বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাস, মতামত এবং অভিব্যক্তি, জীবনের অধিকার, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, মালিকানা এবং সমাবেশ ইত্যাদিকে বোঝায়।

▶ **মানবাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি কী? (What are the important features of human rights ?)**

Ans. মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- আন্তর্জাতিক মান দ্বারা সুনিশ্চিত।
- আইনত সুরক্ষিত।
- মানুষের মর্যাদার উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে।
- ক্ষমা করা বা দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।
- পরস্পরবিরোধী এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।
- সর্বজনীন।

▶ **মানবাধিকার শিক্ষার বিষয়গুলি কী? (What are the contents of human rights ?)**

Ans. মানবাধিকার শিক্ষার বিষয়গুলি হল—

- জ্ঞান এবং দক্ষতা-এর জন্য মানবাধিকার ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে শেখা এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের প্রয়োগ দক্ষতা অর্জন।
- মূল্যবোধ, মনোভাব এবং আচরণ—মূল্যবোধের বিকাশ এবং মানবাধিকারকে সমর্থন করে এমন মনোভাব এবং আচরণ।
- মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা।

▶ **রাষ্ট্রের সংজ্ঞা লেখো। (Write the definition of State.)**

Ans. সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হল 'রাষ্ট্র' বলতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতের সংসদ, প্রতিটি রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট বিধানসভা এবং আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকলকেই বোঝায়।

▶ **মানবাধিকার শিক্ষার মাত্রাগুলি কী? (What are the dimensions of human rights education ?)**

Ans. মানবাধিকার শিক্ষার পাঁচটি মাত্রা আছে। এগুলি হল—

- মানব ব্যক্তিত্ব এবং এর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা জোরদার করা।
- সম্পূর্ণরূপে মানব ব্যক্তিত্ব এবং এর মর্যাদার বিকাশসাধন করা।

Scanned by TapScanner